টেকেরহাট সেতুর কারিগরি তথ্য

সেতুর অবস্থান	ঃ মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের ১৭.১৯ কিলোমিটারে কীর্তিনাশা নদীর শাখা নদীর উপর টেকেরহাট নামক স্থান।
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ১২৭.০০ মিটার
সেতুর প্রস্থ	ঃ ১০.০০ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ০৪
পিয়ার সংখ্যা	ঃ ০৩
এবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ ০২
নেভিগেশনাল কিয়ারেন্স	ঃ ভার্টিকেল কিয়ারেন্স - ৪.০০ মিটার হরাইজন্টাল কিয়ারেন্স - ৩০.০০ মিটার
ফাউন্ডেশনের ধরন	ঃ Cast-in-situ Bored Pile Foundation
সুপারস্ট্রাকচার	ঃ Pre-stressed Concrete Box Girder

টুমচর সেতুর কারিগরি তথ্য

সেতুর অবস্থান	ঃ মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের ১৭.৫২ কিলোমিটারে টুমচর খালের উপর টুমচর নামক স্থান।
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ৩৭.০০ মিটার
সেতুর প্রস্থ	ঃ ১০.০০ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ০২
পিয়ার সংখ্যা	ঃ ০১
এবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ ০২
নেভিগেশনাল কিয়ারেন্স	ঃ ভার্টিকেল কিয়ারেন্স - ৩.৫ মিটার হরাইজন্টাল কিয়ারেন্স - ১৬.০০ মিটার
ফাউন্ডেশনের ধরন	ঃ Cast-in-situ Bored Pile Foundation
সুপারস্ট্রাকচার	ঃ Pre-stressed Cellular Slab Beam

আঙ্গারিয়া সেতুর কারিগরি তথ্য

সেতুর অবস্থান	ঃ মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের ২০.৩৪ কিলোমিটারে কীর্তিনাশা নদীর উপর আঙ্গারিয়া নামক স্থান।
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ১৫৭.০০ মিটার
সেতুর প্রস্থ	ঃ ১০.০০ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ০৫
পিয়ার সংখ্যা	ঃ ০৪
এবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ ০২
নেভিগেশনাল কিয়ারেন্স	ঃ ভার্টিকেল কিয়ারেন্স - ৭.৬২ মিটার হরাইজন্টাল কিয়ারেন্স - ৩০.০০ মিটার
ফাউন্ডেশনের ধরন	ঃ Cast-in-situ Bored Pile Foundation
সুপারস্ট্রাকচার	ঃ Pre-stressed Concrete Box Girder

RHD ROAD NETWORK

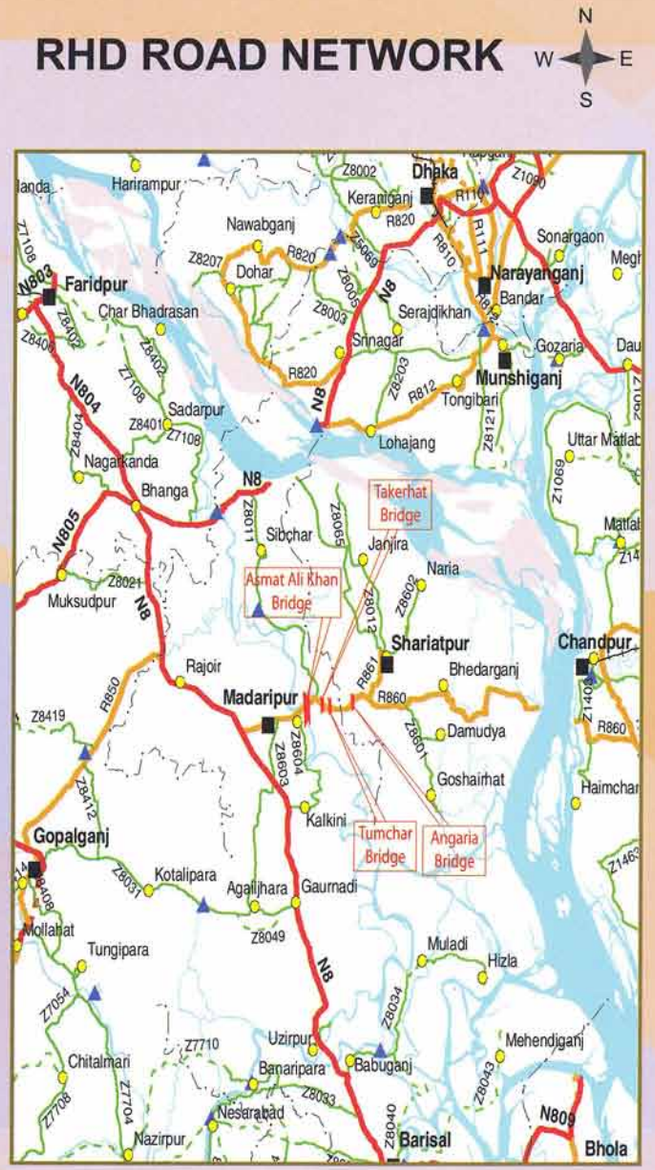

আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু
এবং
টেকেরহাট, টুমচর ও আঙ্গারিয়া সেতুর

শুভ উদ্বোধন করেন

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পটভূমি

যে কোনো দেশের শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনীতির বিকাশ উন্নত, নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আবার, কোনো দেশের কোন্ কোন্ এলাকা ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পায়নে কতটা অগ্রসরমান তা নির্ভর করে সে এলাকা সে দেশের প্রধান সমুদ্র বা নদী বন্দরের সাথে কতটা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত তার উপর।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে বন্দরনগরী চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে এবং এর সাথে সহজ ও নিরাপদ যোগাযোগসমৃদ্ধ এলাকাসমূহে স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা এবং গড়ে উঠেছে দেশের প্রধান প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রসমূহ। বন্দরনগরীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাই দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পায়নে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ।

বর্তমান সরকার কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সুষম নীতি গ্রহণ করার ফলে দেশের সকল, বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকাসমূহ দ্রুত আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আসছে।

মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম অন্তরায় ছিল আড়িয়াল খাঁ নদী। এ অন্তরায় দূরীকরণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ০২-০৩-২০১৩ তারিখে "মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ আরো ৩টি সেতু নির্মান প্রকল্প" এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মাদারীপুর- শরীয়তপুর- চাঁদপুর মহাসড়কটি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সাথে শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং বৃহত্তর বরিশালসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের যোগাযোগের সংক্ষিপ্ততম পথ।

নির্ধারিত সময়ের ৫ মাস পূর্বে আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ আরো ৩টি সেতুর নির্মান কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কে যান চলাচল ব্যবস্থা আগের চেয়ে সহজতর ও নিরাপদ হবে এবং ঢাকাকে বাইপাস করে মাদারীপুর, শরীয়তপুর তথা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হতে চট্টগ্রামে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে দূরত্ব প্রায় ১৩০ কিলোমিটার কমে যাবে। তাছাড়া, এর ফলে ঢাকা এবং ঢাকার সন্নিহিত এলাকায় যানজটের তীব্রতাও হ্রাস পাবে।

একই মহাসড়কের ১৭.১৯ তম কিলোমিটারে টেকেরহাট, ১৭.৫২তম কিলোমিটারে টুমচর এবং ২০.৩৪ তম কিলোমিটারে আঙ্গারিয়া নামক স্থানে বিদ্যমান ৩টি বেইলী সেতুই সরু ও জরাজীর্ণ ছিল। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় জরাজীর্ণ এ সকল বেইলী সেতুসমূহের স্থলে ৩টি স্থায়ী ও প্রশস্ত সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নবনির্মিত সংযোগ সড়কের ১২.৪৭ তম কিলোমিটারে মধ্যচক নামক স্থানে ৫৩.০৪ মিটার দীর্ঘ আরো ১টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

সেতুসমূহ নির্মাণের ফলে চাঁদপুরের সাথে মাদারীপুর তথা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যয় এবং সময়-সাশ্রয়ী হবে। স্থাপিত হবে বন্দরনগরীর সাথে সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। বেগবান হবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। আর, সুদৃঢ় হবে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন।

আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

আঙ্গারিয়া সেতু

টেকেরহাট সেতু

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ মাদারীপুর(মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) সহ আরও ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।
সার্ভে ও ডিজাইন কনসালটেন্ট	ঃ Henan Provincial Communications Planning, Survey & Design Institute Company Limited, People's Republic of China .
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	ঃ Anhui Construction Engineering Group Company Limited, People's Republic of China.
সুপারভিশনকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ Guangzhou Wanan Construction Supervision Company Limited, People's Republic of China.
অর্থায়ন	ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং গণচীন সরকারের যৌথ অর্থায়ন।
প্রকল্প ব্যয়	ঃ প্রকল্প ব্যয় - ২৯৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা চীন সরকার - ২০০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকার - ৯৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা
নির্মাণ কাল	ঃ ০৯-০৫-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত

আচমত আলী খান বাংলাদেশ - চীন মৈত্রী সেতু এর কারিগরি তথ্য

সেতুর অবস্থান	ঃ মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের ১১.৫৭ কিলোমিটারে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর কাজিরটেক নামক স্থান।
সেতুর ধরণ	ঃ কাষ্ট ইন সিটু বোরড পাইল ফাউন্ডেশনের উপর প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট বক্স গার্ডার সেতু
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ৬৯৪.৩৬ মিটার
সেতুর প্রস্থ	ঃ ১৩.৩০ মিটার
এ্যাপ্রোচ সড়ক	ঃ মোট দৈর্ঘ্য - ৪.৪০ কিলোমিটার (১টি ৫৩.০৪ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু, ১১টি ছোট-বড় কালভার্টসহ) প্রস্থ-১৫.০০মিটার(২.৫০ মিটার সফট সোল্ডার সহ) মাদারীপুর প্রান্ত - ১.৪০ কিলোমিটার শরীয়তপুর প্রান্ত - ৩.০০ কিলোমিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ২১
পিয়ার সংখ্যা	ঃ ২০
এবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ ০২
নেভিগেশনাল কিয়ারেন্স	ঃ ভার্টিকেল কিয়ারেন্স - ১০.৫২ মিটার হরাইজন্টাল কিয়ারেন্স - ৭০.০০ মিটার
ফাউন্ডেশনের ধরন	ঃ Cast-in-situ Bored Pile Foundation
সুপারস্ট্রাকচার	ঃ Variable Section Continuous Pre-stressed Concrete Box Girder